দৈনিক সংবাদ 8

তারিখ … 19 JAN …
পৃষ্ঠা … 4 … কলাম … 7

# নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের নোটবই প্রসঙ্গে

গত ১০ই জানুয়ারী বাংলাদেশের পুস্তকের দোকানসমূহ অর্ধ দিবস এবং ১৫ই জানুয়ারী পূর্ণদিবস বন্ধ রাখা হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা অপসারণের দাবীতেই বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির আহ্বানে বইয়ের দোকানসমূহে এ ধর্মঘট পালিত হয়। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অনুকূল সাড়া না পাওয়ায় ফের ২৫শে জানুয়ারী থেকে ৭২ ঘন্টার ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে একই দাবীতে।

প্রায় দশ বছর আগে তৎকালীন সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই বা অর্থপুস্তকের প্রকাশনা ও বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাশ করেছিলেন। ছাত্রদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই হয়তো তখন এ আইন পাস করা হয়েছিল। এবং তখন সাধারণভাবে সরকারের এ পদক্ষেপ কিছু পরিমাণে জনসমর্থনও লাভ করেছিল। কারণ সাধারণ ছাত্রদের অজ্ঞতা ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর নোটবই প্রকাশক তখন নিম্নমানের নোটবই প্রকাশ করত। ক্ষেত্রবিশেষে নোটবই ছাড়া পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করা হতো না। ফলে ছাত্ররা তা কিনতে ও ব্যবহার করতে বাধ্য হত। ছাত্ররা যাতে নোটবইয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে এবং সরাসরি পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয় এ লক্ষ্য থেকেই সম্ভবত সরকার তখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবইয়ের প্রকাশনাকে বেআইনী করেছিলেন। অবশ্য, মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ নবম ও দশম শ্রেণীর নোটবই প্রকাশে কোন বাধা কখনও আরোপিত হয়নি।

কিন্তু প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে নোটবইকে বেআইনী করার পর অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টাকে পুনরায় বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। দেখা গেছে, অর্থপুস্তককে বেআইনী করার পরও গোপনে এর প্রকাশনা কখনই বন্ধ হয়নি। গোপনে এবং বেআইনীভাবে প্রকাশিত এ সকল অর্থপুস্তক যে অত্যন্ত নিম্নমানের এবং ত্রুটিপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ফলে যে উদ্দেশ্যে সরকার অর্থপুস্তককে বেআইনী করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে। নোটবই প্রকাশ করা বেআইনী বলে কোন সম্ভ্রান্ত প্রকাশক নোটবই প্রকাশ করেন না। অপরপক্ষে নাম-পরিচয়হীন প্রকাশকরা গোপনে নোটবই ছাপিয়ে বিক্রি করার ফলে প্রতিযোগিতাশূন্যভাবে নিম্নমানের ও ভ্রান্তিপূর্ণ নোটবইয়ে বাজার ছেয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের মানের শোচনীয় অবনতির ফলে অসহায় ছাত্ররা ঐসব নোটবই কিনতে বাধ্য হচ্ছে। নোটবইয়ের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার দুর্নীতিরও প্রসার ঘটছে।

বস্তুত বেআইনী নোট বইয়ের ব্যাপক প্রচলন থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত নোটবই কোন একটা সামাজিক প্রয়োজন মেটায় এবং সরকারও সম্ভবত এ বিষয়ে সচেতন। হয়তো এ চিন্তা থেকেই সরকার কিছুকাল আগে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে নোটবই প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়টি পুনবিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। সে কমিটির সুপারিশ কি ছিল আমরা জানি না। কারণ সরকার এখন পর্যন্ত তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু ঐ কমিটি গঠনের আবশ্যকতা যে ঘটেছিল তা থেকে বোঝা যায় যে, সরকারও বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করেন।

আমরাও মনে করি, অন্তত বিগত দশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের নোটবইকে বেআইনী করার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বেআইনী করা সত্ত্বেও যখন গোপনে নোটবই প্রকাশিত হয়েই চলেছে, সেক্ষেত্রে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। নোটবই প্রকাশকে আইনসঙ্গত করলে বরং সুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে ভাল অর্থপুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এখন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে বেআইনীভাবে প্রকাশিত এবং অবধারিতভাবে ভুলে ভরা নিম্নমানের নোটবই পড়ে ছাত্রছাত্রীরা অশিক্ষা ও কুশিক্ষার শিকার হচ্ছে। পুস্তক প্রকাশক সমিতিও এ অভিযোগই উত্থাপন করেছে। আমরা মনে করি, পুস্তক প্রকাশকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ছাড়াও এ বিষয়টা বিবেচনার দাবী রাখে।

নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে নোটবই প্রকাশকে আইনসঙ্গত করা উচিত কিনা, এ প্রশ্নটা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা সমস্যার অন্তর্গত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সরকার সমস্যাটি সম্পর্কে অবহিত থেকেও এবং এ সমস্যা বিবেচনার জন্য একটি দায়িত্বশীল কমিটি গঠনের পরেও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ করছেন না বা সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। আমরা যতদূর স্মরণ করতে পারি, সরকার কর্তৃক গঠিত ঐ কমিটি নোটবই সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান জনমত জানার জন্য একটি জরিপও চালিয়েছিলেন। ঐ জরিপের ফলাফল আমরা জানিনা, কিন্তু ঐ কমিটি নিশ্চয়ই জেনেছিলেন এবং সরকারও নিশ্চয়ই জানেন। যদি শিক্ষার্থী বা শিক্ষক সম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ এখন উত্তম নোটবই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেন তবে ঐ স্বীকৃতিকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার নোটবই প্রকাশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাকে অনায়াসে পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। আর যদি শিক্ষানুরাগী সমাজ নোটবইয়ের প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে একমত নাও হতে পারেন তথাপি সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের পূর্বোক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। প্রয়োজন হলে নতুন করে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের অভিমত গ্রহণ করে এবিষয়ে নতুনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

নীতিকথা ভাল, কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করা চলে না। বাস্তব অবস্থা হল নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে নোটবইকে বেআইনী করা সত্ত্বেও গোপনে নিম্নমানের নোটবই প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর ক্রেতাও আছে। উপরন্তু বেআইনী নোটবইয়ের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার দুর্নীতি সমাজে শিকড় গেড়ে বসছে বলে শোনা যায়। এ অবস্থায় নোটবই প্রকাশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে অন্ততঃপক্ষে অবাধ ও প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার ফলে উত্তম ও ত্রুটিমুক্ত নোটবই প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। আমরা আশা করি, এ সকল বিষয় বিবেচনা করে সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই বেআইনী রাখার সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা ও প্রয়োজন হলে প্রত্যাহার করবেন।